Semester 2 general.... Raya Bhattacharya

সুইজারল্যান্ডের শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

সুইজারল্যান্ড হলো ইউরোপের একটি ছোট দেশ, যার ভূখণ্ড মাত্র ১৫,৯৭৬ বর্গমাইল। সুইজারল্যান্ড এর ইতিহাসে ওয়েস্টফেলিয়া চুক্তি, ১৬৪৮ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই ওয়েস্টফেলিয়া চুক্তির মাধ্যমে ইউরোপে ৩০ বছরের দীর্ঘ যুদ্ধের অবসান ঘটে এবং সুইজারল্যান্ড নামক রাষ্ট্রটির জন্ম হয়। সেই সময় মাত্র ১৩ টি ক্যান্টন কে নিয়ে সুইজারল্যান্ড গঠিত হয়। ১৭৯৮ সালে ফরাসী সৈন্য সুইজারল্যান্ডে প্রবেশ করে এবং সুইজারল্যান্ড এর রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অনেক কিছুই ওলটপালট হয়ে যায়। ১৮১৫ সালে নেপোলিয়নের পতন ঘটলে, ভিয়েনা কংগ্রেস সুইজারল্যান্ড এর পুরনো রাষ্ট্রব্যবস্থা ফিরিয়ে আনে। তবে ক্যান্টন এর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২৩। ১৮৪০ সালে সুইজারল্যান্ড এর গৃহযুদ্ধ হয়। ১৮৪৮ সালে সংবিধানকে আমূলভাবে পরিবর্তন করা হয়। এই ১৮৪৮ সালের সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে দুর্বল করা হয়। ১৮৭৪ সালে সংবিধানকে পুনরায় পরিবর্তন করা হয়। কালক্রমে এই সংবিধানটিও পরিবর্তনের দাবী উঠতে থাকে সুইস জনগণের মধ্যে থেকে। শেষপর্যন্ত ১৮৭৪ সালের সংবিধানটি বাতিল করে 'সুইস রাষ্ট্র-সমবায়ের যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান' নামক একটি নতুন সংবিধান গণভোটে গৃহীত হয় ১৯৯৯ সালের এপ্রিলে এবং সেটি কার্যকর হয় ২০০০ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে। তখন থেকে আজ পর্যন্ত এই সংবিধানটিই কার্যকর রয়েছে।

সংবিধানের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য গুলি আলোচনা করা হল-

(১) **লিখিত সংবিধান** :- সুইজারল্যান্ড এর সংবিধান ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় লিখিত। তবে ভারতের মতো বৃহৎ নয়, আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো ক্ষুদ্র নয়। বর্তমানে সুইস সংবিধানে একটি প্রস্তাবনা সহ মোট ১৯৭ টি ধারা আছে। সমগ্র সংবিধানটিকে ৬ টি শিরোনামে ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেক শিরোনামে রয়েছে একাধিক অধ্যায়। কোন কোন অধ্যায় আবার একাধিক অংশ বিশিষ্ট। লিখিত হলেও সুইস সংবিধানের অনেক কিছু অলিখিত রয়েছে।

(২) **দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান** :- সুইস সংবিধানকে সহজে পরিবর্তন করা যায় না। একে সংশোধন করতে গেলে জটিল পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়। সংবিধান সংশোধনের দুটি পর্যায় - সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন এবং প্রস্তাব অনুমোদন। সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব দুভাবে উত্থাপিত হয় - ক) জনগণের মাধ্যমে অথবা খ) পার্লামেন্টের মাধ্যমে। জনগণের মাধ্যমে প্রস্তাব উত্থাপনকে গণ উদ্যোগ বলে। এক্ষেত্রে প্রস্তাবের সমর্থনে কমপক্ষে ১ লক্ষ ভোটদানের উপযুক্ত নাগরিকের সম্মতি প্রয়োজন হয়। পার্লামেন্টের মাধ্যমে প্রস্তাব উত্থাপনের ক্ষেত্রে এর উভয়কক্ষের সম্মতির প্রয়োজন হয়। এই ব্যাপারে দুটি কক্ষের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিলে উক্ত প্রস্তাবটিকে গণভোটে পেশ করা হয়। গণভোটে প্রস্তাবটি গৃহীত হলে পার্লামেন্টকে ভেঙে দিয়ে নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন করে পার্লামেন্ট গঠন করা হয়। সংবিধান সংশোধন দু'রকমের হতে পারে - ক) সামগ্রিক সংশোধন, খ) আংশিক সংশোধন।

(৩) **গনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা** :- সুইজারল্যান্ডে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত আছে। কেউ কেউ বলেন গণতন্ত্র ও সুইজারল্যান্ড প্রায় সমার্থবোধক শব্দ। বিশ্বের অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের যেসব সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকে, তা সবই এখানে আছে, উপরন্ত এখানে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলো

বিশ্বের অন্য কোনো গণতান্ত্রিক দেশেই নেই। উদাহরণ স্বরূপ গণভোট, গণ উদ্যোগ, গণসমাবেশ প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

(৪) **<u>সাধারণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা</u>** :- সুইজারল্যান্ড শুধু গণতান্ত্রিক নয় সাধারণতান্ত্রিক ও বটে। শুধু কেন্দ্রে নয়, দেশের ২০টি ক্যান্টন ও 6 টি আধা ক্যান্টনেও সাধারণ তান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। সুইজারল্যান্ডের কোনো শাসকই উত্তরাধিকারসূত্রে ক্ষমতা লাভ করেন না।সুইজারল্যান্ড হল পৃথিবীর পুরাতন প্রজাতন্ত্র গুলির মধ্যে অন্যতম।

(৫) **<u>যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা</u>** :- সুইজারল্যান্ডে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত আছে। অবশ্য সংবিধানে একে যুক্তরাষ্ট্র না বলে রাষ্ট্র সমবায় বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ২০টি ক্যান্টন ও ৬টি আধা ক্যান্টনকে নিয়ে এই যুক্তরাষ্ট্র গঠিত। সুইস যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থার যতখানি মিল পাওয়া যায়, কানাডার সঙ্গে ততখানি মিল পাওয়া যায় না। মার্কি,ন যুক্তরাষ্ট্রের মতো সুইজারল্যান্ডের সংবিধানে কতগুলি নির্দিষ্ট ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারকে দিয়ে বাদবাকি ক্ষমতা ক্যান্টন গুলোর হাতে অর্পণ করেছে। নিজেদের জায়গায় ক্যান্টন গুলো স্বাধীন এবং চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। তারা তাদের সংবিধান সংশোধন করতে পারে। অবশ্য এক্ষেত্রে তিনটি শর্ত পালন করতে হয় - ক) সংবিধানের প্রজাতান্ত্রিক চরিত্র ক্ষুন্ন করা যাবে না, খ) সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাবটি জনগণের দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে, গ) যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

(৬) **<u>ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরণ নীতির অনুপস্থিতি</u>** :- সুইজারল্যান্ডে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরন নীতি অনুসরণ করা হয়নি। এখানে আইনসভার ওপর গুরুত্বপূর্ণ শাসন ও বিচার সংক্রান্ত কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের বিচারপতিগণ এবং অন্যান্য সরকারি কর্মচারীগণ আইনসভা কর্তৃক নিযুক্ত হন।

(৭) **<u>বিশেষ ধরনের শাসন বিভাগ</u>** :- সুইজারল্যান্ডের সংবিধানের অপর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এখানে শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে সাতজন সম-ক্ষমতাসম্পন্ন শাসককে নিয়ে গঠিত যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের হাতে। এদের মধ্যে একজন সভাপতি হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি আনুষ্ঠানিক প্রধানমাত্র। তিনি পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন। কোনোও বিষয়কে কেন্দ্র করে সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে তিনি একটি নির্ণয়ক ভোট প্রদানের মাধ্যমে বিরোধের মীমাংসা করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সভাপতি হলেন প্রকৃত অর্থেই সমানদের মধ্যে অগ্রগণ্য। কেউ কেউ একে গুরুত্বহীন সভাপতি বলে বর্ণনা করেন।

(৮) **<u>সমক্ষমতাসম্পন্ন দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা</u>** :- সুইজারল্যান্ডের কেন্দ্রীয় আইনসভা দ্বিকক্ষবিশিষ্ট। নিম্নকক্ষের নাম জাতীয় পরিষদ এবং উচ্চকক্ষের নাম রাষ্ট্রীয় পরিষদ। কক্ষ দুটির সমক্ষমতাসম্পন্ন। যেকোন বিল যেকোন কক্ষে উত্থাপিত হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যগণ উভয়কক্ষেই উপস্থিত থাকেন এবং উভয়ের নিকট দায়িত্বশীল থাকেন। কোন বিল উত্থাপনের আগে উভয় পক্ষের সভাপতিগণ একসাথে মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেন, কোন বিল কোন কক্ষে উত্থাপিত হবে।

(৯) **<u>দুর্বল বিচারব্যবস্থা</u>** :- যেকোনো যুক্তরাষ্ট্রীয় দেশের মতো সুইজারল্যান্ড এর একটা বিচার বিভাগ আছে। তবে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত হিসাবে বিচার বিভাগের যে ভূমিকা থাকে, সুইস বিচারালয়ের তা নেই। এখানকার সর্বোচ্চ বিচারালয়ের নাম সুইস যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত। ভারত বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের মতো সুইজারল্যান্ড এর সর্বোচ্চ আদালতের বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা নেই। অর্থাৎ এখানকার যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত কেন্দ্রীয় আইনসভা প্রণীত আইনের বৈধতা বিচার করতে পারেনা।, তবে ক্যান্টন এর কোন আইন বিভাগীয় নির্দেশের বৈধতা বিচারের ক্ষমতা এর আছে।

(১০) **<u>উদারনৈতিক সংবিধান</u>** :-সুইজারল্যান্ড এর সংবিধানে উদারনৈতিক সংবিধানের সমস্ত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এই সংবিধানের ওপর ঊনবিংশ শতাব্দীর উদারনৈতিক দর্শনের প্রভাব রয়েছে। সুইস সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত আইনের দৃষ্টিতে সমতা, বাকস্বাধীনতা, মুদ্রাযন্ত্র এর স্বাধীনতা, সংঘ গঠনের স্বাধীনতা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, সকলের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাধীনতা, ধর্মনিরপেক্ষতা ইত্যাদি উদারনৈতিক গণতন্ত্রের উপাদান।

(১১) **<u>মিশ্র শাসনব্যবস্থা</u>** :- বর্তমানে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে মূলত দুই ধরনের শাসন ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায় - ক) সংসদ শাসিত , খ) রাষ্ট্রপতি পরিচালিত। প্রথমটি ইংল্যান্ড এবং দ্বিতীয়টি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচলিত রয়েছে। সুইজারল্যান্ড এর শাসন ব্যবস্থা এই দুটির মাঝামাঝি অবস্থান করছে। এদিক থেকে সুইজারল্যান্ড এর শাসন ব্যবস্থা ফ্রান্সের অনেকটা কাছাকাছি। প্রথমত, সুইজারল্যান্ডে ইংল্যান্ডের ন্যায় যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যগণ নিযুক্ত হন আইনসভার সদস্যদের মধ্যে থেকে। কিন্তু পরিষদের সদস্য হিসেবে অর্থাৎ মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার পর থেকে তারা আইনসভার সদস্য থাকেন না। অথচ ইংল্যান্ডের মন্ত্রীগনের আইনসভার সদস্যপদ বজায় থাকে। দ্বিতীয়ত, ইংল্যান্ডের শাসন নীতি নির্ধারণ করে ক্যাবিনেট। সুইজারল্যান্ডে নীতি নির্ধারণ করে আইনসভা, শাসন পরিষদ তা কার্যকর করে। তৃতীয়ত, ইংল্যান্ডে আইনসভায় যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সেই দল মন্ত্রিসভা গঠন করে কিন্তু সুইজারল্যান্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ গঠিত হয় বিভিন্ন দলের সদস্যদের নিয়ে।

অপরদিকে মার্কিন শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে সুইজারল্যান্ড এর শাসন ব্যবস্থা যথেষ্ট অমিল লক্ষ্য করা যায় ।প্রথমত, মার্কিন রাষ্ট্রপতি একইসঙ্গে শাসনব্যবস্থার আনুষ্ঠানিক ও প্রকৃত প্রধান। কিন্তু সুইস রাষ্ট্রপতি আনুষ্ঠানিক প্রধান। প্রকৃত প্রধান যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ। দ্বিতীয়ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাবিনেট সদস্য নিযুক্ত হন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যগণ আইন সভার সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হন। মার্কিন রাষ্ট্রপতি ক্যাবিনেট সদস্যদের খেয়ালখুশিমতো পদচ্যুত করতে পারেন কিন্তু সুইস পরিষদের সদস্যদের পদচ্যুত করা কঠিন। তৃতীয়ত, মার্কিন রাষ্ট্রপতি প্রধানত দলীয় নির্দেশে কাজ করেন কিন্তু সুইজারল্যান্ড এর শাসন পরিষদকে দলীয় নির্দেশে কাজ করতে হয় না।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সুইজারল্যান্ডের শাসনব্যবস্থাকে মন্ত্রিপরিষদ চালিত বা রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থা না বলে উভয়ের সংমিশ্রনে গঠিত মিশ্র শাসনব্যবস্থা বলাই শ্রেয়।